দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

[illegible]

পাস কোর্স তুলে দিয়ে অনার্স কোর্স চালু প্রসঙ্গে

গত ২৫ জুলাই "দৈনিক ইনকিলাবে" শিক্ষা ও বিজ্ঞান কলামে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ" শিরোনামে জনাব অধ্যাপক রেজাউল হক লিখিত কলামটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলতে চাচ্ছি, বাংলাদেশের সকল কলেজে পাস কোর্স উঠিয়ে অনার্স কোর্স চালু করা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা বিবেচ্য বিষয়। আমার মতে, প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ এর পিছনে রয়েছে যথেষ্ট সমস্যা। যেমন, প্রত্যেকটি কলেজেই প্রয়োজনীয় বই, শিক্ষাসামগ্রী ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকের অভাব। বিশেষ করে অনার্স ক্লাসের বই— যা বাজারে দুর্লভ এবং দুর্মূল্য। এছাড়া অনার্স কোর্স পড়ার জন্য যে সমস্ত বই দরকার হয়, তার সবক'টি একজন ছাত্রের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ক্রয় করাও সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনীয় বই, শিক্ষা সামগ্রী ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের পূর্বে সকল কলেজে অনার্স চালু করা ঠিক হবে কি-না ভেবে দেখা উচিত।

—মোঃ শহীদুল আলম স্বপন,
এ, এম, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
ময়মনসিংহ।

নতুন মেডিকেল কলেজগুলোর ভবিষ্যত কি?

১৯৯১-৯২ সেশন থেকে দেশে নতুন ৫টি মেডিকেল কলেজ চালু করা হয়েছে। এই ৫টি মেডিকেল কলেজের প্রতিটিতে ৫০টি করে আসন বরাদ্দ করা হলেও আগের চেয়ে মোট আসন বেড়েছে মাত্র ১২৫টি; কারণ পুরনো ৮টি মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা মোট ১২০০ থেকে কমিয়ে ১০৭৫-এ আনা হয়েছে। এই নতুন মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থা এককথায় অত্যন্ত করুণ। বিশেষ করে বগুড়া, খুলনা ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে মেডিকেল শিক্ষার মত শিক্ষার কোন পরিবেশ বা অবস্থা আদৌ সৃষ্টি হয়নি। এসব মেডিকেল কলেজে নামেমাত্র যে ডিসেকশন হল ও ল্যাবরেটরী রয়েছে তাতে না আছে প্রয়োজনীয় ক্যাডাভার ভিসেরা, না আছে যন্ত্রপাতি। ফলে মেডিকেল শিক্ষার Basic Subject অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি শিখতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মূলতঃ ক্ষতিগ্রস্তই হচ্ছে। ক্লিনিকাল সাইডে তারা রোগ ও রোগী সম্পর্কে যে কি শিখবে তা সহজেই অনুমেয়। নতুন মেডিকেল কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থাও শোচনীয় বিশেষ করে খুলনায় ছাত্রীদের অবস্থা করুণ। অতীতে আমরা নতুন মিডিকেল কলেজ খুলে তা কিছু দিন পর বন্ধ করে দিতে দেখেছি। বর্তমান সরকারের উচ্চ পর্যায়েও নাকি সেরকম চিন্তা-ভাবনা চলছে। যদি তাই করতে হয় তাহলে এই বিড়ম্বনার ব্যবস্থা করার কি প্রয়োজন ছিল? আমরা সরকারের কাছে সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ প্রার্থনা করছি।

—ম, মঈনুল ইসলাম হাসিব,
PLACODE মেডিকেল কোচিং সেন্টার,
শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ,
বরিশাল।